গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.berc.org.bd

স্মারক: ২৮.০১.০০০০.০১৭.১৭.১১৫.১৮.

তারিখ: ০৬ এপ্রিল ২০২১ খ্রি.

গণবিজ্ঞপ্তি

বিষয়: বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স (সংশোধন) প্রবিধানমালা, ২০২১ (খসড়া) এর উপর আপত্তি বা পরামর্শ আহ্বান সংক্রান্ত।

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স (সংশোধন) প্রবিধানমালা, ২০২১ (খসড়া) প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্ণিত খসড়া প্রবিধানমালার উপর কোন আপত্তি বা পরামর্শ থাকলে তা আগামী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সরাসরি/ডাকযোগে অথবা ই-মেইলে (shahadot@gmail.com) কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২। উল্লেখ্য, খসড়া প্রবিধানমালাটি কমিশনের ওয়েবসাইট (berc.org.bd) এ পাওয়া যাবে।

কমিশনের অনুমোদনক্রমে,
আবুল হাছান খান
পরিচালক (অর্থ ও হিসাব)
ও
সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বিইআরসি।

জি-৭৬৩/২১ (৫x৪)

সূত্র: দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১ম পাতা, প্রকাশের তারিখ: ০৭ এপ্রিল ২০২১ খ্রি:

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স (সংশোধন) প্রবিধানমালা, ২০২১ (খসড়া)

এস, আর, ও নং- ।— বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সালের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ অধিকতর সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**

(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স (সংশোধন) প্রবিধানমালা, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ সরকারী গেজেটে প্রকাশের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ২ এর সংশোধন।** (ক) প্রবিধান ২ এর উপ-প্রবিধান (৫) এর তৃতীয় লাইনে "অব্যাহতি" শব্দটির পর "অথবা পরিসমাপ্তি" শব্দসমূহ সংযোজিত হইবে;

(খ) প্রবিধান ২ এর উপ-প্রবিধান (৮) এ "বিদ্যুৎ" শব্দটির পর "," (কমা) চিহ্নটি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) প্রবিধান ২ এর উপ-প্রবিধান (১৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১৬) ''ব্যক্তি" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ২(ভ) তে সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;"

(ঘ) প্রবিধান ২ এর উপ-প্রবিধান (১৯) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১৯) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১৯) "বিরোধ" অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ধারা ৪০(১) এ বর্ণিত লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভুত যে কোন বিবাদ;"

(ঙ) প্রবিধান ২ এর উপ-প্রবিধান (২০) এ "প্রাকৃতির" শব্দটির পরিবর্তে "প্রাকৃতিক" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) প্রবিধান ২ এর উপ-প্রবিধান (২১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (২১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(২১) "আবেদন" অর্থ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ফরমে লাইসেন্সের জন্য দাখিলকৃত কোন আবেদন;

(ছ) প্রবিধান ২ এর উপ-প্রবিধান (২২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (২২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(২২) "নবায়নের জন্য আবেদন" অর্থ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ফরমে লাইসেন্স নবায়নের জন্য দাখিলকৃত আবেদন;

৩। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৩ এর সংশোধন।** প্রবিধান ৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৩। **লাইসেন্সের জন্য আবেদন।**

(১) কোন ব্যক্তি বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, বিতরণ, সরবরাহ এবং মজুদকরণ ব্যবসায় নিয়োজিত হইতে চাহিলে-

(ক) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্ধারিত আবেদন ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও

দলিলাদি সহ তফসিল "ক" তে উল্লিখিত আবেদন ফি সহ অনলাইনে অথবা সরাসরি আবেদন দাখিল করিতে হইবে;

(খ) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রয়োজনীয় দলিলাদি (দলিলাদির তালিকা কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত) সহ আবেদন করিতে হইবে;

(২) কমিশন উক্ত ফরম ও প্রয়োজনীয় দলিলাদির তালিকা সময়ে সময়ে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করিতে পারিবে।

(৩) সাধারণভাবে যে কোন ধরণের লাইসেন্স আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) কার্য দিবসের মধ্যে তাহা কমিশন সভায় পেশ করিতে হইবে। আবেদন ফি অফেরতযোগ্য।"

৪। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৪ এর সংশোধন।** প্রবিধান ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"৪। **বিদ্যুৎ উৎপাদক ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের লাইসেন্স ক্যাটাগরি।**

বিদ্যুৎ উৎপাদক বা কোন উৎপাদন কেন্দ্রের লাইসেন্সের ক্যাটাগরী সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি, নীতিমালা, পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট (পিপিএ), ইমপ্লিমেন্টেশন এগ্রিমেন্ট (আইএ) ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের এ বিষয়ে অনুমতিপত্র দ্বারা যেভাবে নির্ধারিত হইবে সেই ক্যাটাগরীর লাইসেন্স প্রদান করা হইবে।"

৫। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৫ এর বিলুপ্ত করণ।** প্রবিধান ৫ বিলুপ্ত হইবে;

৬। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৬ এর বিলুপ্ত করণ।** প্রবিধান ৬ বিলুপ্ত হইবে;

৭। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৭ এর বিলুপ্ত করণ।** প্রবিধান ৭ বিলুপ্ত হইবে;

৮। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৮ এর বিলুপ্ত করণ।** প্রবিধান ৮ বিলুপ্ত হইবে;

৯। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ৯ এর সংশোধন।**

(ক) প্রবিধান ৯ এর শিরোনামে "অব্যাহতির" শব্দটির পরিবর্তে "অব্যাহতি সনদ (waiver certificate) গ্রহণ" শব্দগুলো প্রতিস্থাপিত হইবে।

(খ) প্রবিধান ৯ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ঘ) এ বর্ণিত "এক" শব্দটির পরিবর্তে "পাঁচ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) প্রবিধান ৯ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ঙ) অনুর্ধ্ব ৫ (পাঁচ) মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন অ-চিরায়ত (Non-conventional)/নবায়নযোগ্য (Renewable) উৎস হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী;"

(ঘ) প্রবিধান ৯ এর উপ-প্রবিধান (২) এর দফা (ক) তে ''প্রাপ্ত্য'' শব্দটির পরিবর্তে ''প্রাপ্ত'' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;"এবং

(ঙ) প্রবিধান ৯ এর উপ-প্রবিধান (৩) এর প্রথম লাইনে বর্ণিত "এক" শব্দটির পরিবর্তে "তিন" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইনে বর্ণিত "প্রতি বৎসর উক্ত মেয়াদ এক বৎসর করিয়া" শব্দগুলির পরিবর্তে "উক্ত মেয়াদ" শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হইবে;

১০। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১০ এর সংশোধন।**—প্রবিধান ১০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ১০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"১০। আবেদন প্রক্রিয়াকরণ।

(১) কমিশন কর্তৃক আবেদন গৃহীত হইবার পর তফসিল "ক" তে উল্লিখিত আবেদন ফি প্রাপ্তি স্বীকারপত্র যথাযথভাবে আবেদনকারী বরাবরে প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) আবেদনের সহিত সম্পৃক্ত সকল কাগজপত্র স্বতন্ত্র কেস-ফাইল হিসেবে ও ইস্যুকৃত লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভূক্ত করিতে হইবে।

(৩)আবেদন জমাদানের তারিখ হইতে সাধারণভাবে ২১ (একুশ) কার্য দিবসের মধ্যে মূল্যায়ন সম্পন্ন করে প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট পরিচালক কর্তৃক সচিবের মাধ্যমে কমিশন বরাবরে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৪) কমিশন যে কোন আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখানের অধিকার সংরক্ষণ করে। তবে আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে হইলে আবেদনকারীকে তার বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) কমিশনের নির্দেশ অনুসারে জারীতব্য একটি নোটিশ কমিশন যেইভাবে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইভাবে সচিব কর্তৃক সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সরবরাহ করা হইবে এবং উক্ত নোটিশ প্রেরণ যে পদ্ধতিতে কার্যকর করা হইবে, তাহা কমিশনের নির্দেশে নিম্নোক্ত এক বা একাধিক পদ্ধতিতে হইতে হইবে :-

(ক) ই-মেইলের মাধ্যমে;

(খ) রেজিস্টার্ড ডাকে প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের মাধ্যমে;

(গ) প্রাপ্তি স্বীকারপত্র সহ বাহক বা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে;

(ঘ) ইংরেজী এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ১ (এক) টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশের মাধ্যমে;

(ঙ) ওয়েবসাইটের মাধ্যমে; এবং

(চ) এসএমএস এর মাধ্যমে বা প্রচলিত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে।

(৬) আবেদন গ্রহণের ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে আবেদনটি পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৭) আবেদনকারীর দাখিলকৃত তথ্য, উপাত্ত এবং স্থাপনার অবস্থান যাচাইয়ের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের সুপারিশের ভিত্তিতে চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা আবেদনকারীর প্ল্যান্ট ও স্থাপনা পরিদর্শন করিতে পারিবে।"

১১। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১১ এর সংশোধন।** প্রবিধান ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"**১১। আবেদন মূল্যায়ন।**

(১) আবেদনে সংযুক্ত দলিলাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদির সঠিকতা যাচাইয়ের মাধ্যমে আবেদন মূল্যায়ন করিতে হইবে; এবং

(২) সার্বিক বিবেচনায় যথাযথ প্রতীয়মান হইলে আবেদনকারীকে লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে কমিশন উহার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিদর্শন পরিচালনা করিতে পারিবে।"

১২। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১২ এর সংশোধন।** (ক) প্রবিধান ১২ এর উপ-প্রবিধান (১) এ বর্ণিত "কোন আবেদন সম্পর্কে আপত্তি করিতে চাহিলে-" শব্দগুলি ও চিহ্নের পরিবর্তে "নিম্নবর্ণিত ভাবে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন-" শব্দগুলি ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) প্রবিধান ১২ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ক) তে ''গৃহীত হইবার পনের (১৫) দিনের মধ্যে তাহার" শব্দগুলির পরিবর্তে "দাখিলের তারিখ হইতে পনের (১৫) দিনের মধ্যে'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) প্রবিধান ১২ এর উপ-প্রবিধান (১) এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(ঘ) আপত্তি আবেদন / আপত্তিনামার সহিত ১০০ (একশত) টাকার স্ট্যাম্প / কোর্ট ফি সংযুক্ত করিতে হইবে।"

(ঘ) প্রবিধান ১২ এর উপ-প্রবিধান (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(২) কমিশন প্রাপ্ত আপত্তির উপর সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতিতে শুনানি গ্রহণ করত: লিখিত আদেশ দ্বারা আপত্তি নিষ্পত্তি করিবে।"

১৩। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৩ এর সংশোধন।** প্রবিধান ১৩ এবং ১৩(১) (ক) এবং ১৩(১) (খ) এর প্রথম লাইনে "আবেদন" শব্দটির পূর্বে "আপত্তি" শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে।

১৪। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৪ এর সংশোধন।** প্রবিধান ১৪ এর চতুর্থ লাইনে ''তাহার নিযুক্ত প্রতিনিধির'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''সংশ্লিষ্ট পরিচালকের'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

১৫। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৫ এর সংশোধন।** (ক) প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান (৩) এ বর্ণিত "এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ফি পরিশোধের মাধ্যমে উহার প্রাপ্তি সহজলভ্য হইতে হইবে এবং এইরূপ আদেশ, স্থিরকৃত বিষয় এবং সিদ্ধান্ত কমিশনের কার্যালয়ে জনগণের পরিদর্শনের

জন্য উন্মুক্ত থাকিবে।" শব্দগুলি, কমা ও দাড়ির পরিবর্তে "এবং উহা যথানিয়মে কমিশনের সচিব জারী করিবেন যাহা কমিশনের ওয়েবসাইটেও প্রকাশিত হইবে।" শব্দগুলি এবং দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান ৪ এ বর্ণিত "পুনঃনিরীক্ষণ করিবার জন্য" শব্দগুলির পরিবর্তে "পুনঃবিবেচনার জন্য কারণ উল্লেখপূর্বক"শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান ৫ বিলুপ্ত হইবে;

(ঘ) প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান ৬ এ বর্ণিত "পুনঃনিরীক্ষণের" শব্দটির পরিবর্তে "পুনঃবিবেচনার" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ঙ) প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান ৮ এর দ্বিতীয় লাইনে বর্ণিত "পুনঃনিরীক্ষণের" শব্দটির পরিবর্তে "পুনঃবিবেচনার" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৃতীয় লাইনে বর্ণিত "পুনঃনিরীক্ষণ" শব্দটির পরিবর্তে "পুনঃবিবেচনা" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(চ) প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান ৯ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান ৯ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(৯) কোন আবেদনকারীর অনুকূলে অনিবার্য কারণবশত: লাইসেন্স প্রদান করা না গেলে কমিশন কারণ উল্লেখপূর্বক স্বীয় বিবেচনায় সাময়িক লাইসেন্স (Provisional License) মঞ্জুর করিতে পারিবে।"

(ছ) প্রবিধান ১৫ এর উপ-প্রবিধান ১০ বিলুপ্ত হইবে।

১৬। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এ নূতন প্রবিধান ১৫(ক) ও ১৫(খ) এর সন্নিবেশ।** প্রবিধান ১৫ এর পর নিম্নরূপ প্রবিধান ১৫(ক) ও ১৫(খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"১৫(ক) কমিশন কর্তৃক জারীকৃত সকল লাইসেন্স (সাময়িক লাইসেন্সসহ) উন্মুক্ত সভা আহ্বানের মাধ্যমে দৃঢ়করণ/স্থায়ীকরণ করা হইবে এবং তফসিল-ঘ তে বর্ণিত "নমুনা লাইসেন্স" এর অনুরূপ বিভিন্ন ধরণের লাইসেন্স ইস্যু করা হইবে।

১৫(খ) তফসিল ক ও খ তে বর্ণিত ফিস সমূহ কমিশন সময়ে সময়ে পরিবর্তন করিতে পারিবে।"

১৭। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৬ এর সংশোধন।** (ক) প্রবিধান ১৬ এর উপ-প্রবিধান (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"(১) সাধারণভাবে লাইসেন্সের মেয়াদ হইবে ১ (এক) বৎসর এবং ওয়েভার সার্টিফিকেট এর মেয়াদ হইবে ৩ (তিন) বৎসর। সাময়িক লাইসেন্স ইস্যু করা হয়ে থাকলে তার মেয়াদ হইবে সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর।

(খ) প্রবিধান ১৬ এর উপ-প্রবিধান (২) এ "বার্ষিক লাইসেন্স ফি" শব্দসমূহের পর "এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বার্ষিক সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফি" শব্দসমূহ সন্নিবেশিত হইবে।;

(গ) প্রবিধান ১৬ এর উপ-প্রবিধান (৫) এর শেষ অংশের দাঁড়ির পর "তবে শর্ত থাকে যে, ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদন দাখিল না করিলে পরবর্তী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লাইসেন্সীকে নোটিশ করিতে হইবে। নির্ধারিত সময়ে নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ২য় নোটিশ ইস্যু করিতে হইবে। প্রথম নোটিশ হইতে মোট ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে নোটিশের জবাব পাওয়া না গেলে লাইসেন্সটি বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।" শব্দগুলি ও দাঁড়ি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) প্রবিধান ১৬ এর উপ-প্রবিধান (৫) এর পর নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৬) ও উপ-প্রবিধান (৭) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(৬) কোন লাইসেন্সী উপ-প্রবিধান (৩) এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে তফসিল "খ" তে উল্লিখিত ফি জমা প্রদান করিয়া লাইসেন্স নবায়নের জন্য কমিশন বরাবরে আবেদন না করিলে কমিশন নিম্নরূপ জরিমানা আরোপ করিবে-

(ক) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হইলে বার্ষিক নবায়ন ফিসের ৫%;

(খ) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হইলে বার্ষিক নবায়ন ফিসের ১০%;

(গ) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে হইলে বার্ষিক নবায়ন ফিসের ১৫%;

(ঙ) লাইসেন্সের মেয়াদ উত্তীর্ণের ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক হইলে লাইসেন্সটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত হইবে। কমিশন লাইসেন্সীকে নোটিশ দ্বারা অবহিত করিয়া লাইসেন্স বাতিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে। নোটিশ প্রাপ্তির পর স্থগিত লাইসেন্সটি নবায়ন করিতে চাহিলে নবায়ন ফি এবং লাইসেন্স ফিসের ৫০% পরিমাণ অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৭) কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত যেকোন ধরণের লাইসেন্স শুল্ক, কর, ভ্যাট ও অন্যান্য আর্থিক দায়-দায়িত্বের বিষয়ে লাইসেন্সীর পক্ষে কোন সুবিধা আরোপিত হইবে না।"

১৮। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ১৭ এর সংশোধন।** প্রবিধান ১৭ এর উপ-প্রবিধান (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-প্রবিধান (৫) ও উপ-প্রবিধান (৬) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(৫) লাইসেন্সে কোন ধরণের ভুল, লাইসেন্সী কর্তৃক তথ্যে গরমিল কিংবা ব্যবসার ধরণের সাথে লাইসেন্স সংগতিপূর্ণ না হইয়া থাকিলে কমিশন শুনানী অন্তে তাহা সংশোধন করিতে পারিবে; অথবা

(৬) লাইসেন্সের শর্ত ভঙ্গ করিলে এবং লাইসেন্সের অপব্যবহার করিলে কমিশন শুনানি অন্তে লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে।"

১৯। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ২১ এর সংশোধন।** প্রবিধান ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ প্রবিধান ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:-

"২১। ওয়েভার সার্টিফিকেট, সাময়িক লাইসেন্স এবং লাইসেন্স পরিসমাপ্তির আবেদন।

(১) লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়া কোন লাইসেন্সী কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত যদি নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতির কারণে ব্যবসা পরিচালনা করিতে না চায় বা আগ্রহী না হয় তবে লাইসেন্স পরিসমাপ্তির আবেদন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) অন্য কোন ব্যক্তির নিকট ব্যবসা বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিবার প্রস্তাব; এবং

(খ) কর্মকান্ড সচল রাখিবার আর্থিক বা অন্য কোন অসামর্থ্যতা।

(২) কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় দলিলাদিসহ সরাসরি অথবা অনলাইনে আবেদন করিতে হইবে।

(৩) কমিশন লাইসেন্স পরিসমাপ্তির আবেদনপত্রের সাথে দাখিলকৃত দলিলাদি পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় শুনানি অন্তে লাইসেন্সীর আবেদন নিষ্পত্তি করিবে।"

২০। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান ২১ এর পর নূতন প্রবিধান সন্নিবেশ।**—প্রবিধান ২১ এর পর নিম্নরূপ নূতন প্রবিধান ২২ ও ২৩ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"**২২। অসুবিধা দূরীকরণার্থে কমিশনের ক্ষমতা।**

এই প্রবিধানমালার কোন বিধানের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে কমিশন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া এই বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২৩। বাতিল, রহিতকরণ ও হেফাজত।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স (সংশোধন) প্রবিধানমালা, ২০১৬ (যাহা আইন ও বিধি অনুসরণে প্রক্রিয়াকরণকৃত নহে) এতদ্বারা বাতিল করা হইল। ঐ প্রবিধানমালার প্রবিধান ২২ বলে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ বা কার্য সম্পাদন করা হইয়া থাকিলে তাহাও বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ভবিষ্যতে কোন দায়-দায়িত্ব নিরুপিত হইলে কমিশন স্বীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।"

২১। **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর তফসিল-ক ও তফসিল-খ এর প্রতিস্থাপন এবং তফসিল গ ও তফসিল-ঘ এর সন্নিবেশ:**

তফসিল-ক ও তফসিল-খ এর পরিবর্তে নিম্নরুপ তফসিল-ক ও তফসিল-খ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং নতুন তফসিল-গ ও তফসিল-ঘ সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

তফসিল-ক
[প্রবিধান ৩ (১), ৩ (৩), ৯ (২) ও ১০ (১) দ্রষ্টব্য]
আবেদন ফি

নং	ব্যবসার ধরন	লাইসেন্সের ক্যাটাগরী	আবেদন ফিস
১.	**বিদ্যুৎ:**		
	১.১ উৎপাদন		টাকা ১০ (দশ) হাজার।
	১.২ সঞ্চালন		টাকা ১০ (দশ) হাজার।
	১.৩ বিতরণ		টাকা ১০ (দশ) হাজার।
	১.৪ বিদ্যুৎ সংস্থার নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয় লাইসেন্স		টাকা ১০ (দশ) হাজার।
২.	**গ্যাস:**		
	২.১ প্রাকৃতিক গ্যাস (ক) সরবরাহ ও বিপণন, (খ) সঞ্চালন (গ) বিতরণ		টাকা ১০ (দশ) হাজার।

	২.২ সিএনজি মুজদকরণ ও বিতরণ		টাকা ১০ (দশ) হাজার।
	২.৩ এলপিজি (ক)মজুতকরণ, (খ) বোতলজাতকরণ, (গ) বিতরণ ও বিপণন		১০ (দশ) হাজার টাকা।
	২.৪ অটোগ্যাস মজুতকরণ ও বিতরণ		টাকা ১০ (দশ) হাজার।
	২.৫ প্রোপেন / বিউটেন (ক) মজুদকরণ (খ) বিতরণ ও বিপণন		টাকা ১০ (দশ) হাজার।
	২.৬ এলএনজি (ক) মজুতকরণ ও রি-গ্যাসিফিকেশন (খ) বিপণন অথবা বিতরণ অথবা বিপণন ও বিতরণ		টাকা ১০ (দশ) হাজার।
৩.	**পেট্রোলিয়াম পদার্থ:**		
	(ক) সরবরাহ (খ) মজুদকরণ (গ) সঞ্চালন (ঘ) পরিবহন (ঙ) বিপণন অথবা বিতরণ অথবা বিপণন ও বিতরণ		টাকা ১০ (দশ) হাজার।
৪.	লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা হইতে অব্যাহতি সনদ (ওয়েভার সার্টিফিকেট)		টাকা ৫ (পাঁচ) হাজার।
৫.	লাইসেন্স / ওয়েভার সার্টিফিকেট সংশোধন বা পরিসমাপ্তি		টাকা ৫ (পাঁচ) হাজার।

তফসিল- খ

[প্রবিধান ১৫ (১০) ও ১৬ (২ দ্রষ্টব্য)]

লাইসেন্স ফি, ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি এবং ওয়েভার সার্টিফিকেট এর মেয়াদ বৃদ্ধি ফি

নং	লাইসেন্সের ধরণ	ফিসের ধরন	ফিস
১.	**বিদ্যুৎ:**		
	১.১ উৎপাদন	লাইসেন্স ফি	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৫ (পাঁচ) হাজার।
		ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফি	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৫ (পাঁচ)) হাজার।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ১ (এক) হাজার।
		অব্যাহতি সনদ (ওয়েভার সার্টিফিকেট) এর বার্ষিক মেয়াদ বৃদ্ধি ফি	টাকা ১ (এক) হাজার।
	১.২ সঞ্চালন	লাইসেন্স ফি	টাকা ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ১২ (বার) লক্ষ।
	১.৩ বিতরণ	বার্ষিক লাইসেন্স ফি	টাকা ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ।
		বার্ষিক নবায়ন ফি	টাকা ১২ (বার) লক্ষ।
	১.৪ সিপিপি এবং এসপিপি লাইসেন্সী কর্তৃক বিদ্যুৎ সংস্থার নিকট বিদ্যুৎ বিক্রয়	লাইসেন্স ফি	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ২ (দুই) হাজার।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	প্রতি মেগাওয়াট বা তার অংশ বিশেষ টাকা ১ (এক) হাজার।
২.	**গ্যাস:**		
	২.১ প্রাকৃতিক গ্যাস		
	সরবরাহ / বিপণন	লাইসেন্স ফি	৫০০ এমএমসিএফডি বা এর নিম্নে টাকা ১৫ (পনের) লক্ষ। ৫০০ এমএমসিএফডির উর্ধ্বে টাকা ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	৫০০ এমএমসিএফডি বা এর নিম্নে টাকা ৮(আট) লক্ষ। ৫০০ এমএমসিএফডির উর্ধ্বে টাকা ১২ (বার) লক্ষ ৫০ (পঁঞ্চাশ) হাজার।
	সঞ্চালন	লাইসেন্স ফি	৫০০ এমএমসিএফডি বা এর নিম্নে টাকা ১৫ (পনের) লক্ষ। ৫০০ এমএমসিএফডির উর্ধ্বে টাকা ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	৫০০ এমএমসিএফডি বা এর নিম্নে টাকা ৮ (আট) লক্ষ। ৫০০ এমএমসিএফডির উর্ধ্বে টাকা ১৫ (পনের) লক্ষ।
	বিতরণ	লাইসেন্স ফি	৫০০ এমএমসিএফডি বা এর নিম্নে টাকা ১০ (দশ) লক্ষ। ৫০০ এমএমসিএফডির উর্ধ্বে টাকা ২০ (বিশ) লক্ষ।

		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	৫০০ এমএমসিএফডি বা এর নিম্নে টাকা ৫ (পাঁচ) লক্ষ। ৫০০ এমএমসিএফডির উর্ধ্বে টাকা ১০ (দশ) লক্ষ।
	২.২ সিএনজি		
	মজুদকরণ ও বিতরণ	লাইসেন্স ফি	টাকা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ২০ (বিশ) হাজার।
	২.৩ এলপিজি		
	২.৩ (ক) এলপিজি আমদানীপূর্বক মজুতকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন	লাইসেন্স ফি	প্রতি মে. টন টাকা ২০ (বিশ)।
		ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফি	প্রতি মে. টন টাকা ২০ (বিশ)।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	প্রতি মে. টন টাকা ১০ (দশ)।
	২.৩ (খ) এলপিজি স্যাটেলাইট প্ল্যান্ট/প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট (স্থানীয়ভাবে / মাদার প্ল্যান্ট হতে সংগ্রহপূর্বক মজুতকরণ, বোতলজাতকরণ, বিতরণ ও বিপণন)	লাইসেন্স ফি	প্রতি মে. টন টাকা ১০ (দশ)।
		নবায়ন ফি	প্রতি মে. টন টাকা ৫ (পাঁচ)।
	২.৩ (গ) ডিলার কর্তৃক এলপিজি পূর্ণ সিলিন্ডার মজুদকরণ, বিতরণ ও বিপণন: ১২ কেজি সিলিন্ডার হিসাবে বার্ষিক ক্ষমতা নিম্নরূপ হইলে:		
	৪০০ সিলিন্ডার পর্যন্ত	লাইসেন্স ফি	টাকা ১ (এক) হাজার।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ৫ (পাঁচ) শত।
	৪০১ – ২,০০০ সিলিন্ডার	লাইসেন্স ফি	টাকা ৩ (তিন) হাজার।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ১ (এক) হাজার ৫ (পাঁচ) শত।
	২,০০০ সিলিন্ডারের উর্ধ্বে	লাইসেন্স ফি	টাকা ৫ (পাঁচ) হাজার।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ২ (দুই) হাজার ৫ (পাঁচ) শত।
	২.৪ অটোগ্যাস		
	মজুদকরণও বিতরণ	লাইসেন্স ফি	টাকা ৪০ (চল্লিশ) হাজার।
		বার্ষিক নবায়ন ফি	টাকা ২০ (বিশ) হাজার।
	২.৫ প্রোপেন / বিউটেন		
	মজুতকরণ, বিতরণ ও বিপণন	লাইসেন্স ফি	টাকা ১ (এক) লক্ষ।
		বার্ষিক নবায়ন ফি	টাকা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার।

	২.৬ এলএনজি		
	মজুতকরণ	লাইসেন্স ফি	২৫০ এমএমসিএফডি এর নিম্নে টাকা ১০ (দশ) লক্ষ। ২৫০ – ৫০০ এমএমসিএফডি টাকা ২০ (বিশ) লক্ষ। ৫০০ এমএমসিএফডির উর্ধ্বে টাকা ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	২৫০ এমএমসিএফডি এর নিম্নে টাকা ৫ (পাঁচ) লক্ষ। ২৫০ – ৫০০ এমএমসিএফডি টাকা ১০ (দশ) লক্ষ। ৫০০ এমএমসিএফডির উর্ধ্বে টাকা ১৫ (পনের) লক্ষ।
৩.	**পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ:**		
	৩.১ সরবরাহ	লাইসেন্স ফি	প্রতি ১০০ মে. টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ২ (দুই) হাজার।
		ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফি	প্রতি ১০০ মে. টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ২ (দুই) হাজার।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	প্রতি ১০০ মে. টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ১ (এক) হাজার।
	৩.২ মজুদকরণ		
	(ক) পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ [রিফুয়েলিং স্টেশন, পেট্রোলিয়াম জ্বালানি (নিজস্ব জেনারেটরে ব্যবহার ব্যতিত) ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট এবং কনডেনসেট, এনজিএল ও ক্রুড অয়েল উৎপাদন / ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট ব্যতিত]	লাইসেন্স ফি	প্রতি ১০০ মে. টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৩ (তিন) হাজার।
		ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফি	প্রতি ১০০ মে. টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৩ (তিন) হাজার।
		বার্ষিক নবায়ন ফি	প্রতি ১০০ মে. টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ১ (এক) হাজার ৫ (পাঁচ) শত।
	(খ) রিফুয়েলিং স্টেশন	লাইসেন্স ফি	টাকা ২০ (বিশ) হাজার।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ৫ (পাঁচ) হাজার।
	(গ) পেট্রোলিয়াম জ্বালানি (নিজস্ব জেনারেটরে ব্যবহার ব্যতিত) ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন প্ল্যান্ট এবং কনডেনসেট, এনজিএল ও ক্রুড অয়েল উৎপাদন / ফ্র্যাকশনেশন প্ল্যান্ট	লাইসেন্স ফি	টাকা ১ (এক) লক্ষ।
		ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফি	২৫ (পঁচিশ) হাজার।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	টাকা ৫০ (পঁঞ্চাশ) হাজার।

	৩.৩ সঞ্চালন	বার্ষিক লাইসেন্স ফি	প্রতি ১০০ মে.টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৫ (পাঁচ) হাজার।
		ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফি	প্রতি ১০০ মে.টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৫ (পাঁচ)) হাজার
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	প্রতি ১০০ মে.টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ২ (দুই) হাজার ৫ (পাঁচ) শত।
	৩.৪ পরিবহন (জল ও স্থল পথে)	লাইসেন্স ফি	প্রতি ১০০ মে.টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা (তিন) শত।
		ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফি	প্রতি ১০০ মে.টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৩ (তিন) শত।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	প্রতি ১০০ মে.টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ১৫০ (একশত পঞ্চাশ)।
	৩.৫ বিপণন অথবা বিতরণ অথবা বিপণন ও বিতরণ	লাইসেন্স ফি	প্রতি ১০০ মে.টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৫ (পাঁচ) হাজার।
		ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফি	প্রতি ১০০ মে.টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ৫ (পাঁচ) হাজার।
		বার্ষিক লাইসেন্স নবায়ন ফি	প্রতি ১০০ মে.টন বা তার অংশ বিশেষ টাকা ২ (দুই) হাজার ৫ (পাঁচ) শত।

নোট : (১) লাইসেন্স ফিস/ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি ফিস/নবায়ন ফিস এর উপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও অন্যান্য কর আবেদনকারী কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

(২) অত্র প্রবিধানমালা কার্যকরের পূর্বে লাইসেন্স ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, এনার্জি বিপণন ও বিতরণ, এনার্জি সরবরাহ এবং এনার্জি মজুতকরণ ব্যবসার সাথে নিয়োজিত ব্যক্তি অত্র প্রবিধানমালা কার্যকরের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তফসিলে বর্ণিত ফিস পরিশোধ পূর্বক লাইসেন্স গ্রহণ, নবায়ন ও নিয়মিত করিতে পারিবেন। তবে নবায়নের ক্ষেত্রে সমুদয় বকেয়া বর্তমান হারে পরিশোধ করিয়া লাইসেন্স হালনাগাদ করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্স মঞ্জুরীর বিষয়ে পত্র জারির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশনের অনুকূলে পে-অর্ডার / ডিমান্ড ড্রাফট / ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে নির্ধারিত লাইসেন্স ফিস ও এতদসংক্রান্ত ভ্যাট ও অন্যান্য কর পরিশোধের কপি কমিশনে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে লাইসেন্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্ধারিত ফিস পে-অর্ডার / ডিমান্ড ড্রাফট / ই-পেমেন্ট এর মাধ্যমে এবং ভ্যাট ও অন্যান্য কর পরিশোধের কপি কমিশনে জমা প্রদান করিতে হইবে।

তফসিল- গ

(প্রবিধান ১৬ (২) দ্রষ্টব্য)

বার্ষিক সিস্টেম পরিচালন লাইসেন্স ফিস

নং	লাইসেন্সের ধরণ	ফিস
১	বিদ্যুৎ (বিতরণ)	টাকায় নিট বিক্রির যাহার মধ্যে ডিউটি বা ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত নহে তাহার উপর ০.০১৫% (শূন্য দশমিক শূন্য এক পাঁচ শতাংশ)।
২	প্রাকৃতিক গ্যাস (বিতরণ)	টাকায় নিট বিক্রির যাহার মধ্যে ডিউটি বা ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত নহে তাহার উপর ০.০১৫% (শূন্য দশমিক শূন্য এক পাঁচ শতাংশ)।

তফসিল- ঘ
(প্রবিধান ১৫(ক) ও ২৪ দ্রষ্টব্য)
(বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সের নমুনা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

ঢাকা, বাংলাদেশ

বিদ্যুৎ লাইসেন্স (.....)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ... অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যু করা হইল:

লাইসেন্সী প্রতিষ্ঠানের নাম :

লাইসেন্সের ক্যাটাগরি :

লাইসেন্সীর ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

ক্যাপাসিটি :

আওতাধীন এলাকা/অবস্থান :

উৎপাদন কেন্দ্রের জ্বালানি :

লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ :

লাইসেন্স নম্বর :

লাইসেন্সের মেয়াদ :

লাইসেন্সীর কর্পোরেট ঠিকানা :

সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও পদবী :

ইমেইল ও মোবাইল নম্বর :

লাইসেন্সের শর্তাবলী (অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এ্যাম্বুস

[স্বাক্ষর ও সীল]

সচিব, বিইআরসি

কিউ আর কোড

সূত্র:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
ঢাকা, বাংলাদেশ

গ্যাস লাইসেন্স (.....)

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ... অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যু করা হইল:

লাইসেন্সী প্রতিষ্ঠানের নাম :

লাইসেন্সের ধরণ :
(সঞ্চালন / বিপণন/ বিতরণ / সরবরাহ / মজুদকরণ)

লাইসেন্সীর ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

অনুমোদিত লোডের পরিমাণ :

ক্যাপাসিটি :

আওতাধীন এলাকা/অবস্থান :

লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ :

লাইসেন্স নম্বর :

লাইসেন্সের মেয়াদ :

লাইসেন্সীর কর্পোরেট ঠিকানা :

সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও পদবী :

ইমেইল ও মোবাইল নম্বর :

লাইসেন্সের শর্তাবলী (অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এ্যাম্বুস

স্বাক্ষর ও সীল

সচিব, বিইআরসি

কিউ আর কোড
সূত্র:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

ঢাকা, বাংলাদেশ

পেট্রোলিয়াম লাইসেন্স

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন অইন ২০০৩ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ... অনুযায়ী লাইসেন্স ইস্যু করা হইল:

লাইসেন্সী প্রতিষ্ঠানের নাম :

লাইসেন্সের ধরণ :
(সঞ্চালন / বিপণন/ বিতরণ / সরবরাহ / মজুদকরণ)

লাইসেন্সীর ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্য

পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের নাম, এইচএস কোড এবং পরিমাণ:

মজুদাগারের অবস্থান ও ক্যাপাসিটি :

লাইসেন্স ইস্যুর তারিখ :

লাইসেন্স নম্বর :

লাইসেন্সের মেয়াদ :

লাইসেন্সীর কর্পোরেট ঠিকানা :

সংস্থা/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম ও পদবী :

ইমেইল ও মোবাইল নম্বর :

লাইসেন্সের শর্তাবলী (অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

এ্যাম্বুস

স্বাক্ষর ও সীল

কিউ আর কোড

সূত্র:

সচিব (বিইআরসি)

মোঃ কামরুজ্জামান
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোঃ মকবুল-ই-ইলাহী চৌধুরী
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাম্মদ বজলুর রহমান
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

মোঃ আব্দুল জলিল
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মোহাম্মদ আবু ফারুক
সদস্য
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
ঢাকা, বাংলাদেশ